বেঙ্গল

অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লী

আয়োজিত

বিজয়া সম্মিলনী

আগামী ২২শে অক্টোবর, ২০২২ শনিবার
সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে
মুক্তধারা অডিটোরিয়াম এ
সকলে আমন্ত্রিত

✣ সুধীজন স্বাগত ✣

An Online News Bulletin for Preservation and Promotion of Bengali Language and Culture. An initiative of the Bengal Association, Delhi

Total pages 12 Date of publishing - 5th October '2022

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ-২৩

ASSOCIATION SAMBAD

October - 2022 Volume 23 No.11

If undelivered please return to
Bengal Association, Banga Sanskriti Bhawan,
18-19, Bhai Veer Singh Marg,
Gole Market, New Delhi - 110001Tel. 23344808
E.mail : bengalassociation1819@gmail.com

www.bengalassociation.com

সম্পাদকের কলমে

আমাদের রাজধানী শহর যতই কংক্রিটের জঙ্গলে ভরে উঠুক না কেন, শিশির ভেজা শরতের কোনো এক কাকভোরে, শিউলি ফুলের মিষ্টি সুবাসে, হিমের আলতোপরশ মাখানো প্রলেপে যখন আমাদের ঘুম ভাঙে, তখন দূরে কোথাও দূরে মঙ্গলশঙ্খ ধ্বনিত হয়ে মহিষাসুরমর্দিনীর স্তোত্র মরমে প্রবেশ করে, আর প্রায় প্রতিটা বাঙালি জাতির উচাটন মন এক অনাবিল প্রশান্তিতে ভরে উঠে। আগমনীর সুরে নীল নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো টুকরো টুকরো সাদা মেঘের আনাগোনা এবং ইতি উতি সাদা লম্বা কাশ ফুলের সমারোহ, আমাদের বড় নস্টালজিক করে তোলে উমা মায়ের আগমন বার্তায়। জীবন-জীবিকার জন্য, রাজধানী দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চলে প্রায় ২০ লক্ষ বাঙালি বসবাস করেন। স্বভাবতই সরকারি-বেসরকারি এই দুইয়ের হিসাব মতো কমবেশি প্রায় ছয়শোটি পূজা হয়ে থাকে অসুর দলনী দুগ্গা মায়ের আরাধনায়। বোধনের রঙ প্রাণে ছড়ালে আট থেকে আশি প্রায় প্রত্যেকের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠে বহু প্রতীক্ষিত এই উৎসবের আঙিনায়।

বিগত দু' বছরে বিভিন্ন ক্লাবের আয়োজকরা, সরকারি নির্দেশ এবং দিল্লি বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের করোনা বিধি অনুসারে খুবই আড়ম্বরহীনভাবে 'ঘট পূজা' করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসিত সময়ে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পরে, দিল্লির রোশনপুরায় ঠিক এমন ভাবেই কয়েকটা বছর 'ঘটপূজা'র আয়োজন করেছিলেন কলকাতা থেকে আগত কিছু উৎসাহী বাঙালি যুবক। গত দুই বছরের পূজার আয়োজন ছিল যেন সেই প্রথম দুর্গাপূজার পুনরাবৃত্তি। তবে শোনা যায়, কাশ্মীরি গেটের পূজা প্রথমে বারোয়ারি পূজা হিসাবে শুরু হলেও দিল্লিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রথম দুর্গাপূজার শুভারম্ভ হয় সেই ১৮৪২ সালে রাজশাহীর এক ব্যক্তি মজুমদারবাবুর হাত ধরে।

যেহেতু এবছরের পূজায় অতিমারীর কোনো বিধি নিষেধ ছিল না তাই দুর্গাপূজার অনুভূতি ছিল একটু অন্যরকম। অনেকদিন পর এই শ্রেষ্ঠ উৎসবকে কেন্দ্র করে সবার মাঝে আনন্দের জোয়ার এসেছিল। বিগত দুই বছরের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে প্রবাসীরা নতুন উদ্যমে পুরোপুরি বাঙালির ঐতিহ্যবাহী বেশভূষায় নিজেদের সাজিয়ে তুলেছিলেন। দিল্লির ঐতিহ্যবাহী পূজা কাশ্মীরি গেট, চিত্তরঞ্জন পার্ক, মাতৃমন্দির, মিন্টোরোড কালীবাড়ি, গ্রেটার কৈলাশ, দ্বারকা বঙ্গীয় সমাজ, মিলনী সাংস্কৃতিক ও কল্যাণ সমিতি, ময়ূর বিহার, নিউ দিল্লি কালীবাড়ির পূজার সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে দিল্লি এন সি আর সংলগ্ন নয়ডা কালীবাড়ি, ইন্দিরাপুরমের শিপ্রা সানসিটি, নয়ডা

গৌড় সিটি, অনন্যা - দিলশাদ গার্ডেন, গুরুগ্রামের বঙ্গীয় পরিষদ এবং পূর্বপল্লী দুর্গাবাড়ি সমিতির পূজা দারুণ ভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পূজা মণ্ডপগুলোতে পাঁচদিন ধরে দিল্লি তথা বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের প্রচুর নামি শিল্পী প্রবাসীদের মনোরঞ্জন করার সুযোগ পেয়েছিলেন অনেকদিন পরে। পূজা মণ্ডপের স্টলে জমিয়ে খাওয়া দাওয়া, নির্ভেজাল আড্ডা, অস্থির চার চোখের বিশেষ মিলন, সিঁদুর খেলা, ভাসানের নাচ, বিজয়ার মিষ্টিমুখ, কোলাকুলি সবমিলিয়ে এবছরে এক জমজমাট উৎসবের সাক্ষী হয়ে থাকলো প্রবাসী বাঙালিরা।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লির অধ্যক্ষ শ্রী তপন সেনগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী এবং আমাদের সমস্ত কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যদের তরফ থেকে সকল সদস্য, তাদের পরিবারবর্গ এবং দিল্লিবাসীকে শুভ বিজয়ার অসংখ্য শুভেচ্ছা, আন্তরিক প্রীতি ও শুভকামনা রইলো। 'মা দুর্গা'র প্রাণভরা আশীর্বাদ সবার উপর যেন সমানভাবে বর্ষিত হোক। প্রতিবারের মতো, এবারেও আগামী ২২ অক্টোবর, ২০২২, শনিবার সন্ধ্যায়, মুক্তধারা মঞ্চে শুভ বিজয়া সম্মেলনী উৎসবের আয়োজন করেছি আমরা। আপনাদের সকলকে এই মিলন সন্ধ্যায় উপস্থিত থেকে একটু মিষ্টিমুখ করার আমন্ত্রণ জানালাম। আশাকরি, আপনাদের সকলকে আবার সাথে পাবো।

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ

গত ১০-১১ সেপ্টেম্বর, দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনে, বাংলা নাটক ডট কম এবং সঙ্গীত নাটক একাডেমী-র সহযোগিতায় দুদিন ব্যাপী বাউল-কীর্তন গানের মিলন মেলার আয়োজন হয়েছিল। এই দু'দিনের মিলনক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের মোট ৪০ জন বাউল ও কীর্তনিয়া উপস্থিত হয়ে সকাল থেকে আখড়ায় আখড়ায় গান ও তত্ত্ব আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনেই মান্ডি হাউস সংলগ্ন মেঘদূত থিয়েটারে গ্রাম বাংলার অন্যতম দুটি ধারা বাউল ও কীর্তন গানের আমেজকে রাজধানী শহরের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষেরা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং এক অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু অনুষ্ঠানটি দ্বিতীয় দিনে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে করা সম্ভব হয়নি। কারণ রাণী এলিজাবেথের অকস্মাৎ মৃত্যু এবং পরবর্তীতে ভারত সরকার কর্তৃক রবিবার জাতীয় শোক ঘোষণার কারণে, নির্ধারিত সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছিল। উৎসাহী শ্রোতার দিকে তাকিয়ে এত আনন্দ আয়োজন যেন বৃথা না হয়ে যায় তাই কোনোভাবেই অনুষ্ঠান বন্ধ করার

ভাবনা মাথায় আসেনি আমাদের। আমরা মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরের দিনের সমগ্র অনুষ্ঠান মেঘদূত থিয়েটার থেকে মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে স্থানান্তর করার পরিকল্পনা করে নিই। পরের দিন মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে সকাল দশটা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে হল ভর্তি দর্শকের উৎসাহে এবং করতালিতে বাউল গান এক অন্য মাত্রা যোগ করে। আমরা জানতে পেরেছি, হঠাৎ করে অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের খবর সবার কাছে সঠিকভাবে না পৌঁছনোয় অনেকেই নির্ধারিত স্থান রবীন্দ্র ভবন থেকে ব্যর্থ মনোরথে বাড়ি ফিরে গেছেন। আপনাদের সকলের অসুবিধার জন্য বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালন কমিটি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর লেডি আরউইন স্কুলে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও ছোট গল্প বলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে এই প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগী আগ্রহের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছিল। বিচারকের আসন অলংকৃত করেছিলেন শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা সেন, শ্রীমতী আরাধনা জানা ও শ্রী বাদল রায় মহাশয়। সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায়, আনন্দময় পরিবেশে অনুষ্ঠানটি এক বিশেষ মাত্রা পায়। সেদিনের অনুষ্ঠানে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে সভাপতি শ্রী তপন সেনগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী, অতিরিক্ত সম্পাদক শ্রী তপন মুখার্জী, শ্রীমতি মৌসুমী আচার্য, যুগ্ম সচিব (শিক্ষা বিভাগ), কার্যকরী কমিটির সদস্যা শ্রীমতী সুপর্ণা মুখার্জি, শ্রীমতী সুজাতা জয়া গাঙ্গুলী এবং শিক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যান শ্রীমতী মিত্রা সাহা উপস্থিত থেকে সমস্ত প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেছিলেন।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ম্যাক্স - বিএলকে পুসা রোড হসপিটালের তত্ত্বাবধানে এবং বিনয় নগর বেঙ্গলী সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুল এর সহযোগিতায় বিনয় নগর বেঙ্গলী স্কুলে, Gender Equality Sensitisation (লিঙ্গ সমতা সংবেদনশীলতা) ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। বিশিষ্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ডাঃ দিনিকা আনন্দ, স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীদের সাথে Interactive Session নিয়েছিলেন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ভেবে, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের এই বিশেষ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রিন্সিপল শ্রী সুকান্ত ভট্টাচার্য। বহু ছাত্র ছাত্রী এই অতিমারীতে পারিবারিক ও সামাজিক কারণে পড়ায় একাগ্রতা হারিয়ে ফেলছে তাই ওদের কথা ভেবে এই ধরনের session অন্যান্য ক্লাস ও স্কুলে চালু করার ব্যাপারেও তিনি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনকে অনুরোধ জানান। এই সেশনে, ম্যাক্স বিএলকে থেকে ডা. দিনিকা আনন্দ ও শ্রী অনুরাগ কাশ্যপ এবং সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী,

শ্রী ফাল্গুনী সামন্ত, ডাঃ তপন মুখার্জী, স্বাস্থ্য এবং সমাজসেবা বিভাগের যুগ্ম সম্পাদিকা শ্রীমতী সুপর্ণা মুখার্জী এবং অন্যান্য শিক্ষক - শিক্ষিকাগণ উপস্থিত ছিলেন। শিবিরের সাফল্যের জন্য সকলের সহযোগিতাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গত ২১ সেপ্টেম্বর বিনয়নগর বিদ্যালয়ে আন্তঃ বিদ্যালয়ের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা খুব সুষ্ঠ এবং সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগী হিসাবে খুব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত অংশগ্রহণ করেছিল। বিচারকের আসনে ছিলেন শ্রীমতী আভেরী চৌরে, শ্রীমতী মৌলি গাঙ্গুলি, শ্রীমতি সুতপা ঘোষ দস্তিদার এবং শ্রীমতী ঝর্ণা প্রধান। বিনয়নগর বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রী সুকান্ত ভট্টাচার্য সশরীরে উপস্থিত থেকে আগত সকলকে আতিথেয়তায় মুগ্ধ করেছিলেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন, সভাপতি শ্রী তপন সেনগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী, সহ সভাপতি শ্রী উৎপল ঘোষ, শ্রীমতী মৌসুমী আচার্য, যুগ্ম সচিব (শিক্ষা বিভাগ) সদস্য শ্রীমতী সুজাতা জয়া গাঙ্গুলী, মিতালী ঘোষ এবং শিক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যান শ্রীমতী মিত্রা সাহা।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর, পিতৃপক্ষের অবসান এবং মাতৃপক্ষের শুভ সূচনার সন্ধিক্ষণে এক মনোরম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী তপন সেনগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী, দিগঙ্গন পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতি ব্রততী সেনগুপ্ত, কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ এবং দিল্লির সংস্কৃতি প্রেমী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে মুক্তধারা সভাগৃহে দিগঙ্গন সাহিত্য পত্রিকার 'উৎসব সংখ্যা'র আবরণ উন্মোচন হয়েছে। বিগত ৪৬ বছর ধরে এই সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিতভাবে নতুন রূপে প্রকাশ হয়ে ধরে রেখেছে তার নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব সত্তার স্বাক্ষর। দিল্লির পাঠক মহলে দিগঙ্গন শুঘুমাত্র একটা পত্রিকা নয়, একটা আবেগ। সম্পাদক মণ্ডলীর উন্নত রুচিবোধ এবং অভিজ্ঞ সম্পাদনায় পত্রিকাটিকে রাজধানী শহরের আরও পাঁচটা সাহিত্য পত্রিকার চেয়ে পৃথক করে রেখেছে। সেদিনের আনন্দঘন সন্ধ্যায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বরিষ্ঠ সাংবাদিক শ্রী গৌতম লাহিড়ী সহ শ্রী অগ্নি রায় এবং সমৃদ্ধ দত্ত। সঙ্গীত পরিবেশন করেন দীপায়ন মুখার্জি এবং দেবস্মিতা মুখার্জি। তবলায় সঙ্গত করেন গৌরব গাঙ্গুলী। আবৃত্তি পাঠে ছিলেন শ্রীমতি মৌলী গাঙ্গুলী ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিবেশন, আবৃত্তি পাঠ এবং নান্দনিক আলোচনার সাথে অধ্যাপক শাশ্বতী গাঙ্গুলীর দক্ষ সঞ্চালনায় সান্ধ্যকালীন পরিবেশ হয়ে উঠেছিল আনন্দমুখর। অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ সৌরাংশু সিংহ আগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। এবারের উৎসব সংখ্যাটি দীপাঞ্জন বোসের ঝকঝকে প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে, বিশিষ্ট

ব্যক্তিদের লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অনুগল্প এবং রম্যরচনা প্রভৃতি নিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সেরা সম্ভার হিসাবে সাহিত্যপ্রেমী পাঠক মহলে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে। এবারের সংখ্যা আমন্ত্রিত লেখক, অমর মিত্র, ইন্দিরা দাশ, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাশিস ঘোষ দস্তিদার, তীর্থ মিত্র, দেবাশীষ বাগচী, বীথি চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুভাষ মিত্র, সৈয়দ হাসমত জালাল, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, সমৃদ্ধ দত্ত, অগ্নি রায় এবং আরো অনেক বিশিষ্ট লেখকের লেখনীতে সমৃদ্ধ হয়েছে। আগ্রহী পাঠকদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, যাঁরা এই বিশেষ উৎসব সংখ্যাটি এখনও পড়ার সুযোগ পাননি, সত্বর মুক্তধারা কার্যালয়ে যোগাযোগ করে মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

বইমেলা মেলা বই / বই নিয়ে হইচই। আগামী ১১-১৩ নভেম্বর বেঙ্গল অ্যাসোয়িসেশন দিল্লি এবং দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ির যৌথ উদ্যোগে, দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়িতে 'দক্ষিণ দিল্লি বইমেলা' অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশকরা তাঁদের সেবা বইয়ের সম্ভার নিয়ে হাজির হতে চলেছেন শুধু আপনাদের জন্যই। উৎসাহী পাঠকরা বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটে চোখ রাখতে অনুরোধ জানাই। আশাকরি, আপনাদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে আমাদের যৌথ এই বিশেষ উদ্যোগ বড় সাফল্য পাবে। আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, বাংলার বাইরে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষার প্রচার, প্রসারের স্বার্থে বাংলা বই কিনুন, বন্ধু এবং প্রিয়জনকে বাংলা বই উপহার দিন।

সাংস্কৃতিক সংবাদ

অত্যন্ত আনন্দ, উৎসাহ ও আন্তরিকতার সাথে অনুষ্ঠিত হলো 'ঈশানের ডাকে' শীর্ষক উত্তরপূর্বাঞ্চলের বণ্যা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পুনর্স্থাপন ও পুনর্বাসনে আর্থিক সহায়তার উদ্দেশ্যে দিল্লির মুক্তধারা সভাগারে দেবগান্ধার সঙ্গীত বিদ্যালয় ও প্রকৃতি স্পর্শ ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগ দুদিন ব্যাপি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুদিন ব্যাপি এই সংগীত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বেঙ্গল এসোসিয়েশন, নতুন দিল্লির সভাপতি শ্রী তপন সেনগুপ্ত মহাশয় ও ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন জজ শ্রী মুকুন্দকম শর্মা মহাশয়ের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। দর্শক আসন পূর্ণ সভাগারে দুদিনের এই অনুষ্ঠান আন্তরিকতা পূর্ণ সঞ্চালনা ও সহযোগিতায় সমাপ্ত হয়। শিল্পীদের, যন্ত্রানুসঙ্গী ও কলাকুশলীদের আন্তরিকতার সাথে নিজেরে উপস্থাপনা ও পরিবেশনা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে। সঞ্চানার দায়িত্বে ছিলেন সর্বজন প্রিয় দুই ব্যক্তিত্ব শ্রীমতি মৌসুমী চক্রবর্তী ও শ্রী দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুদিন ব্যাপি এই অনুষ্ঠানের শিল্পীরা ছিলেন সাগরময় ভট্টাচার্য্য ও দীপ্তি ভট্টাচার্য্য (বর্ষা ঋতু বিষয়ক পাঠ ও রবীন্দ্র সংগীত, কোলকাতা), অনামিকা বিশ্বাস (ভারতরত্ন ড. ভুপেন হাজারিকা সৃষ্ট কালজয়ী কিছু গান, দিল্লি), মধুরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ভজন, দিল্লি), ড. জয়িতা তালুকদার, (সত্রিয় নৃত্য, তিনসুকিয়া, আসাম), ড. পারমিতা চক্রবর্তী ও কিন্নরী সমাদ্দার (নানা রংয়ের বাংলা ও হিন্দি গান, দিল্লি), একান্তরঙ্গ নাট্য গোষ্ঠী, দিল্লি ও দেবগান্ধার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিশু শিল্পীরা। সেদিনের অনুষ্ঠানে যন্ত্রানুসঙ্গীরা ছিলেন অসীম দাস ও দীপংকর বিশ্বাস (তবলা), অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী ও পিন্টু শেরল (গীটার), অর্পণ মুখার্জি ও বান্টু গনজালভেস (কীবোর্ড), অমরেশ চক্রবর্তী ও তরুণ বিশ্বাস (অক্টোপ্যাড), সুদীপ্ত মজুমদার (বেস গীটার) এবং শব্দ যন্ত্র ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের অসাধারণ ও জটিল কর্মের দায়িত্ব সাফল্যের সাথে সম্পাদন করেছেন তারক সরকার। অনুষ্ঠানের শেষে বন্যা ত্রাণ সংক্রান্ত সহযোগিতার উদ্দেশ্যে আসামের শিলচর শহরের অত্যন্ত জনপ্রিয় সমাজ কল্যাণ সংস্থা 'সুন্দরী মোহন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'-এর প্রতিনিধি শ্রী পরিক্ষীত সেনগুপ্ত মহাশয়ের হাতে প্রকৃতি স্পর্শ ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে চেক তুলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকে কেন্দ্র করে দুই বাংলার খ্যাতনামা ৩০ জন কবিদের নিয়ে 'মৈত্রী' উৎসব-এর আয়োজন করেছিল মুম্বাই এবং দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'দোঁহা' ওয়েব সাহিত্য পত্রিকা। এপার-ওপার বাংলার প্রথম সারির ৩০ জন কবি এই কবিতা উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন। ভারতের তরফে এই মৈত্রী উৎসবে অংশ নেন অগ্নি রায়, পূর্বা মুখোপাধ্যায়, অর্ঘ্যকমল পাত্র, সন্মাত্রানন্দ, কস্তুরী সেন, পার্থজিৎ চন্দ, সব্যসাচী মজুমদার, সাগরিকা শূর প্রমুখ। বাংলাদেশের তরফে প্রতিনিধিত্ব করেন কবি ঋজু রেজওয়ান, দুর্জয় খান, জুয়েল মাজহার, অরবিন্দ চক্রবর্তী, সাম্য রাইয়ান, ইহিতা এরিন, আদিবা নুসরাত, নির্ঝর নৈঃশব্দ্য ও অনিরুদ্ধ মাসুদের মতো প্রথম সারির কবিদের কবিতায় একটি বিশেষ 'মৈত্রী সংখ্যা'র প্রকাশ করেছেন এবং এই বিশেষ সম্পাদনা ইতিমধ্যেই দুই বাংলার অসংখ্য সাহিত্যপ্রেমী মানুষদের কাছে দারুণভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

গত ১০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মান্ডি হাউস সংলগ্ন শ্রীরাম সেন্টারে সঞ্জাত গোষ্ঠীর বিশেষ অনুষ্ঠান 'বাঁধন ছেঁড়ার গান' দারুণ সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হলো। প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সত্য, নির্ভীকতা, চিন্তার স্বচ্ছতা এবং প্রগতিশীল চিন্তার বৈশিষ্ট্যের সাথে যে কোন প্রকারের বন্ধন থেকে মুক্তি প্রয়োজন। আবেগপ্রবণ মহাকবি দেশবাসীর জন্য কেবল শারীরিক বন্ধন থেকে নয়, মানসিক বন্ধন থেকেও মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। সেই লক্ষ্যেই সঞ্জাত'র এবারের থিম ছিল 'শিকল ভাঙার সাধনা!

।কবিগুরুরদর্শনের চমৎকার উদাহরণ হিসাবে নির্বাচিত চারটি নৃত্যনাট্য (চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, শাপমোচন এবং তাসের দেশ) পরিবেশনে উঠে এসেছিল, সত্য ও মায়া, চেহারা এবং বাস্তবতা, বন্ধন এবং মুক্তি। দিল্লির সংস্কৃতি প্রেমী মানুষদের ঋদ্ধ করতে এমন ধরনের অনুষ্ঠান বারে বারে ফিরে আসুক।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর বিপিন চন্দ্রপাল অডিটোরিয়ামে 'ক্রিয়েটিভ ড্যান্স একাদেমি'র কর্ণধার শ্রী অরুণাভ ধরের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় কলকাতা ও দিল্লির ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ২২তম বার্ষিকী অনুষ্ঠান 'রিদম অফ লাইফ' বেশ সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হলো। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অনিন্দিতা শেঠ ও অয়ন ব্যানার্জীর সঞ্চালনায় ও কবিতায় মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছিল।

আগামী সংস্কৃতি সংবাদ

আগামী ১৫ অক্টোবর বাংলাদেশ ইন্ডিয়া কালচারাল অ্যালায়েন্স এবং লালন রিসার্চ ফাউন্ডেশন, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ-এর সহায়তায় সুর আলাপ গ্লোবাল মিউজিক কনসার্ট বাউল গুরু শিষ্য পরম্পরা কর্মশালার আয়োজন করতে চলেছে। ইন্টাররেক্টিভ সেশনের মাধ্যমে বাউল সঙ্গীত, অন্তর্দৃষ্টি, দর্শন ও ধারণার সচেতনতা ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দিতে শ্রী রিজিত দাস বাউল উপস্থিত থেকে গান এবং পাঠগুলি ভাগ করে নেবেন উৎসাহী শিক্ষার্থীদের সাথে। যেসব আগ্রমী ব্যক্তিরা এই বিশেষ কর্মসালায় যোগদান করতে ইচ্ছুক, দেরি না করে বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারেন। এই কর্মশালাটি শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ওখলা ফেজ ৩, নিউ দিল্লিতে হবে। নিকটতম মেট্রো স্টেশন গোবিন্দপুরী।

লে রিদম স্কুল অফ মিউজিক আগামী ২৯ ও ৩০ অক্টোবর 'অমৃত মঞ্জরী' শীর্ষক একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করতে চলেছে। সংস্থার কর্ণধার শ্রী রাজীব মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কলকাতা থকে লাভাঙ্গী চক্রবর্তী, সুদীপ বসু এবং ঋদ্ধি বন্দোপাধ্যায় সহ দিল্লি, কলকাতা এবং মুম্বাইয়ের তারকা শিল্পীরা তাঁদের সেরা পরিবেশনে একই মঞ্চ ভাগ করে নেবেন সেদিন। বিস্তারিত জানতে সংস্থার ফেসবুক বেজে চোখ রাখতে অনুরোধ করছি।

দিল্লির 'স্বরছন্দ' গোষ্ঠী আগামী ৫ নভেম্বর দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার লোধী রোডের মাল্টিপারপাস হলে ৬ ঘন্টা ব্যাপি এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সংস্থার কর্ণদার শ্রী শুভ্রাংশু চক্রবর্তী জানিয়েছেন, সেদিনের অনুষ্ঠানে ওনারা দিল্লির একটি বাংলা স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা সৃষ্ট একটি বিশেষ শিল্পকর্ম দিল্লির সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিদের সামনে তুলে ধরতে চান। অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং

নজরুল সঙ্গীত পরিবেসন করবেন যথাক্রমে শম্ভুনাথ চক্রবর্তী এবং ডঃ শিবানী মৈত্র (মুম্বাই)। অনুষ্ঠানের মূলপর্বে থাকবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামের শাস্ত্রীয় ভিত্তিক রচনাগুলির উপর বিশেষ সংকলন এবং সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তি শিল্পীদেরপ্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে সঙ্গীত পরিবেশনা করবে স্বরছন্দ কয়্যার। এছাড়া কলকাতার জনপ্রিয় শিল্পী শ্রীঅভিষেক ব্যানার্জী এবং শ্রীমতি শিরিন সোরাইয়া উভয়েই পরিবেশন করবেন স্বনামধন্য গায়ক-গায়িকাদের বাংলা গান। আপনাদের জন্য আরও অনেক চমক অপেক্ষা করছে যেটা অনুষ্ঠানে হাজির হলেই দেখতে পাবেন।

বিশেষ সংবাদ

দিল্লি সরকার দ্বারা নিবন্ধিত সংস্থা, 'পূর্ব দিগন্ত ফাউন্ডেশন' ২০১৯ সালে দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী নয়জন সদস্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকেই একটি মেগা লঞ্চের মাধ্যমে জয়যাত্রা শুরু করে লক্ষ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। অতিমারী পরিস্থিতিতেও এই সংস্থার প্রচেষ্টা পিছিয়ে যায়নি। শুধু কোভিড-আক্রান্ত ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান করাই নয়, এই অতিমারীতে যেসব অভাবী ছাত্র তাদের বাবা-মা হারিয়েছে তাদের আর্থিক সহায়তাও প্রদান করেছে এই ফাউন্ডেশন। এনাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি ঘটিয়ে নিয়মিতভাবে স্বেচ্ছাসেবী কর্মকে উৎসাহিত করা, প্রচার করা এবং সহায়তা করা।

পূর্ব দিগন্ত ফাউন্ডেশন শুধুমাত্র সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথেও সমানভাবে যুক্ত। প্রতি বছরের মতো এ বছরও মহালয়ার দিনে তারা 'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' নামে অনলাইন সর্বভারতীয় গানের প্রতিযোগিতা উদযাপন করে, যেখানে সারা দেশের প্রায় ৬৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতায় জিতেছে। যে সমস্ত আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রছাত্রী যাদের সঙ্গীত এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি বিশেষ ঝোঁক রয়েছে তাদের সবরকম ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে এনারা সম্প্রতি দিল্লির 'স্বরছন্দ' গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হয়ে যৌথভাবে একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের প্রতি এনাদের এই চিন্তাভাবনা এবং তার সঠিক প্রয়োগ বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

দুর্গা পূজা সংবাদ (পরিবেশ বান্ধব)

সেন্ট্রাল দিল্লির প্যাটেল নগর পূজা সমিতি, পূর্ব প্যাটেল নগরের পূজা পার্কে তাদের ৫৭ তম দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ থিম পূজার আয়োজন করেছিল। সভাপতি এনএস আচার্য জানিয়েছিলেন, যেহেতু এটি 'মিলেটের আন্তর্জাতিক বছর' তাই পূজার ভোগ প্রসাদে প্রতিদিন একটি করে বাজরার রেসিপি প্রস্তুত করা হবে। ডঃ তপন মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদকের একমাত্র ইচ্ছে ছিল, ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই) এর নির্দেশনায় ওনারা এবারে কোনো প্লাস্টিক ব্যবহার না করে, পরিবর্তে শাল বা আরিখা খেজুর পাতা ব্যবহার করবেন। এইভাবে পরিবেশবান্ধব পূজার আয়োজনের মাধ্যমে, 'নিরাপদ ভোগ গ্রহণ করুন এবং আনন্দ ভাগ করে নিন' এই থিম পূজাকে পাখির চোখ করাই ছিল এই পূজা কমিটির একমাত্র লক্ষ্য। ভাইস প্রেসিডেন্ট শেলী ভৌমিকের বিশেষ, তত্ত্বাবধানে এবারের পূজায় আনন্দমেলা, মায়ের আগমনী গান এবং আসাম ও কলকাতার শিল্পীদের দ্বারা বিশেষ সঙ্গীতসন্ধ্যা আগত দর্শকদের দারুণভাবে আকর্ষিত করেছিল।

একটি বিশেষ আবেদন

আপনারা অবগত আছেন 'বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনে' দিল্লি এবং সংলগ্ন বাঙালিদের কাছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবরাখবর 'অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ' নামক একটি মাসিক ক্ষুদ্র পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু দিল্লিতে প্রায় ২০ লক্ষ বাঙালি বসবাস করেন এবং সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখা খুব সহজ কাজ নয় ফলস্বরূপ দিল্লি এবং সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে বহমান সাংস্কৃতিক সংবাদ, সঠিক সময়ে আমাদের সংগ্রহে না থাকায়, আপনাদের সবার কাছে তুলে ধরা সম্ভয় হয়ে ওঠে না। তাই আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, যদি আপনারা নিজ এলাকার সাংস্কৃতিক সংবাদ, প্রত্যেক মাসে আমাদের কাছে সযত্নে পাঠিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হবো। আমরা যথাসম্ভব সেগুলো প্রকাশ করে সবার কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হবো। আপনারা এই সমস্ত সংবাদ, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরাজি এই তিনটির যে কোনো ভাষায় আমাদের কাছে ই-মেল করে (associationsangbad@gmail.com) অথবা হোয়াটস্যাপ (9810484734) এর মাধ্যমেও পাঠাতে পারেন।

আশা করি, আমাদের সকল সদস্যগণ এবং দিল্লি-সংলগ্ন এলাকার, সমস্ত সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এবং সমাজসেবা মূলক বিভিন্ন বাঙালির সংগঠন, আমাদের এই লক্ষপূরণে তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

রাজধানী দিল্লিতে বাংলা বইয়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রাপ্তিস্থান

ঠিকানা ঃ **মুক্তধারা, বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন**

১৮-১৯, ভাই বীর সিং মার্গ, গোল মার্কেট, নিউ দিল্লি-১১০০০১

Editor and Publisher Shri Prodip Ganguly
Published on behalf of Bengal Association, New Delhi.
Designed & Composed by Roma Chakraborty, C.R. Park, 9213134487

.